সার-সংক্ষেপ

'নারী মুক্তি ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামের বিষয়টি একটি বহুল আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী জাতিকে কত নিচ ও হীন বিবেচনা করা হতো, এখানে তার কিছু প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় বহু দেশে নারী জাতিকে কত ভয়ানকভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়, আর নারীদেরকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যৌন লালসা চরিতার্থের বাহন হিসেবে কত কঠিন-ধর্ষণের মাধ্যমে নিগৃহীত ও নিপীড়ন করা হয় তার কিছু তথ্যভিত্তিক নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে নারীদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণ এবং ইসলাম নারী মুক্তির জন্য কী দিয়েছে, তাও সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী হলেও উভয়ের দৈহিক ও আঙ্গিক গঠন, মনস্তত্ত্ব ও মানসিকতার পার্থক্যর বাস্তবতা দেখানো হয়েছে 'নারী-পুরুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় অধিকার সংক্রান্ত প্রাকৃতিক অবস্থান' নামক শিরোনামে। এর পরে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য অধিকার সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যভিত্তিক লেখা হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। আরো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী নীতিমালাসমূহ। অতঃপর আজকের বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী পর্দা ব্যবস্থা না মেনে চলার কারণেই যে মানবতার সত্যিকারের শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত, তা প্রমাণভিত্তিক তুলে ধরে সংক্ষিপ্তভাবে অত্র প্রবন্ধটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

সূচিপত্র

- ❖ প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী ॥ ৫
- ❖ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী ॥ ৬
- ❖ নারী-পুরুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় অধিকার সংক্রান্ত প্রাকৃতিক অবস্থান ॥ ৭
- ❖ নারী-পুরুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ ॥ ৯
- ❖ নারী পুরুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ॥ ১২
- ❖ নারী ও পুরুষের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক প্রয়োজনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছু ইসলামী বিধিমালা ॥ ১৩
- ❖ মানবতার জন্য ইসলামী পর্দা-ব্যবস্থা মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতা ॥ ২০
- ❖ নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য তিন দৃষ্টিভঙ্গি ॥ ২১
  - ১. সাম্য ॥ ২১
  - ২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ॥ ২২
  - ৩. অবাধ মেলামেশা ॥ ২৩
- ❖ ইসলামী হিজাব ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা ও তামাদ্দুনিক উন্নতির রাজপথ ॥ ২৫
  - ১. বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ নারী-পুরুষ ॥ ২৫
  - ২. ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৬
  - ৩. বিবাহ ব্যবস্থা ॥ ২৭
  - ৪. পরিবার গঠন ॥ ২৭
  - ৫. নারীর কর্মক্ষেত্র ॥ ২৮
  - ৬. নারীর সামাজিক অধিকার ॥ ৩০
- ❖ উপসংহার ॥ ৩১

আজকের পশ্চিমা সভ্যতার কিছু অনুসারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অথবা ইসলামের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, 'ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের সুযোগ করে দিয়েছে (!) এবং নারীকে তার যথাযথ অধিকার প্রদান করেনি (!!) নারীকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে, উত্তরাধিকারে ঠকিয়েছে, (!) পুরুষকে একাধিক নারী বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে, দিয়াতের* ক্ষেত্রে নারীকে মাত্র অর্ধেক পরিমাণ দিয়েছে ইত্যাদি। আসলে সাম্যের নামে পশ্চিমা সভ্যতা নারী-জাতির উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে, হয়ত তা আড়াল করার জন্যই তারা ইসলামের প্রতি উল্লিখিত অমূলক-অভিযোগ ছড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বসূরিরা নারীকে শয়তানের যষ্টি ও অমঙ্গলের অগ্রদূত বিবেচনা করতো। প্রভাবশালীরা অসংখ্য নারীকে ঘরে রেখে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে অর্থ উপার্জন করতো। কেউ ইচ্ছা করলেই তার স্ত্রীকে অন্যের নিকট ঋণ দিতে পারতো। তারা বলতো, 'নারী জাতির কোন মানবীয় প্রতিভা নেই।'[১]

তারা নারীকে 'সকল পাপের মূল উৎস, নরকের দ্বার, মানুষের দুঃখের কারণ, শয়তানের মুখপাত্র, তীব্র বিষধর বিচ্ছু, পক্ষধর ভুজঙ্গের বিদ্বেষ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতো'[২] প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করতো। সেবিকা হিসেবে পরিবারের সেবা করা ছাড়া তাদের ধারণা মতে- নারী জাতির জীবনের আর অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। গ্রীকদের ভাষায় 'অগ্নীদগ্ধ হওয়া এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর মন ভোলানো কুপ্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়;'[৩] একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন ঃ 'দু'টি দিন নারীর জন্য পুরুষের আনন্দের কারণ হয়, বিয়ের দিন ও তার মৃত্যুর দিন।'[৪]

---

* দিয়াত ঃ হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ অথবা রক্তমূল্য

১. সাহাবউদ্দিন সরকার, নারী নির্যাতনের রকমফের, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, প্রকাশ ২০০১, পৃঃ ৬৫

২. নারী নির্যাতনের রকমফের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১

৩. সাইয়েদ জালালউদ্দিন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃঃ ২৩

৪. ইসলামী সমাজে নারী প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪

৫. আব্দুল খালেক, নারী খায়রুন প্রকাশনী-ঢাকা-১৯৯১, পৃঃ ৯-১০

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টানদের এক ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'নারীর কোন আত্মা নেই এবং নরকই হলো তার বাসস্থান।' মরিয়ম ছিলেন এর ব্যতিক্রম। নারী আসলে মানুষ কিনা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, এতে সাব্যস্ত হয় যে, 'নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ সাধন ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৫] প্রভাবশালী গ্রীক চিন্তাবিদ ভেবোস্তিন বলেন, 'আমরা যৌন তৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি।' গ্রীক সভ্যতায় নারীকে সর্ব প্রকার অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করে বলতো যে, 'একই সূর্যের নীচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হলো, নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই।' এটা ছিল খ্যাতনামা সক্রেটিসের বক্তব্য।[৬] প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো নারী-পুরুষের মাঝে সমতার সমর্থক নন। তিনি বলেন, 'সৎ কাজের ব্যাপারে নারীদের প্রকৃতি পুরুষের তুলনায় হীনতর।'[৭]

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

ইসলামের বিরুদ্ধে যে সভ্যতার অন্ধ অনুসারীরা দুনিয়াব্যাপী ব্যাপক মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে, সে সভ্যতার প্রধান নেতৃত্ব দানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কিছুটা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে রয়টার পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। রয়টারের ২৪/৪/৯২ তারিখের খবরে ছিল ঃ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন প্রায় ১৯শ মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়। আর প্রতি বছর এ সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯১ সালে ২ লাখ ৭ হাজার ৬১০টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের ২০শে জুলাই ইউএসআই এর পরিবেশিত খবর ছিল ঃ আমেরিকায় প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে একজন মহিলা নির্যাতিতা হয়। প্রতি বছর ২০ লাখ থেকে ৪০ লাখ মহিলা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা নির্যাতিতা হয়।

নারী-পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার না দেয়ার (?) দায়ে যে সভ্যতার অন্ধ অনুসারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে এত প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত সেই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র আমেরিকায় যৌনাচারের অত্যাচার এতই প্রবল যে, যৌনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

---

৬. নারী নির্যাতনের রকমফের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩

৭. Morris Stockammer, plato Dicitinary, Philosophical Library,Newyork-1903, P.32